তারিখ 12 APR 2014
পৃ: 2 কলাম 2

পাস করতেই পার চাকরির বয়স!

■ সাব্বির নেওয়াজ

মাহফুজা আক্তার মৌসুমী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে গণিত বিষয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন। ২০১১ সালে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল তার। নির্ধারিত সময়ের দুই বছর পার করে অবশেষে পরীক্ষা শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে। এখনও ফল প্রকাশ হয়নি। একই অবস্থা ওই কলেজের বাংলা বিভাগেও। বাংলা বিভাগের ছাত্র ইমাম মেহেদী জানান, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এখনও কলেজের বারান্দায় ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করা তার বন্ধুরা লেখাপড়া শেষ করে এখন চাকরি করছেন বলে জানান তিনি। মেহেদী বলেন, 'গত ১৩ ডিসেম্বর অনার্স ফাইনাল শেষ হয়েছে। কবে রেজাল্ট হবে, তা-ও জানি না। আর মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে চাকরির বয়স থাকবে কি-না; তাও অনিশ্চিত।' শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সারাদেশে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আদুভাই তৈরি করছে। এমন অবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়াশোনা করা দেশের ১৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর। সেশনজটের ভারে ভারী হয়ে গেছে তাদের শিক্ষাজীবন। স্নাতকোত্তর পাস করে বেরোতেই পেরিয়ে যাচ্ছে চাকরির বয়স। সেশনজট কাটাতে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। অথচ স্নাতক পর্যায়ে দেশের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকই (প্রায় ৪৮ শতাংশ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে পড়াশোনা করছেন। দেখা যাচ্ছে, এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ করতে ২৮/২৯ বছর বয়স হয়ে যায়। চাকরির বয়স যেখানে ৩০ বছর, সেখানে এ অল্প সময়ে চাকরি পাওয়া নিয়ে দেখা দেয় সংকট।

সেশনজটের ভয়াবহতা : কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গণিত ও বাংলা বিষয়ের মতো একই অবস্থা বিরাজ করছে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অন্য সব বিভাগে। সেশনজটের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

পাস করতেই পার চাকরির

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রিক্তা ও আনিসুল বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে এসে বুড়ো হয়ে বাড়ি যেতে হচ্ছে। চাকরির বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের অনেক বন্ধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠ চুকিয়ে চাকরি করছে। অধিভুক্ত কলেজগুলোতে যোগাযোগ করে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাবর্ষেই দুই বছরের বেশি সেশনজট। প্রথম বর্ষে ভর্তি শেষ করে ক্লাস শুরু করতেই প্রায় এক বছর চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, গত বছরের ৩ আগস্ট এইচএসসির ফল প্রকাশিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা হয় গত ২৭ ডিসেম্বর। আর ভর্তির কাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। এখনও ক্লাস শুরু হয়নি। জানা গেছে, ডিগ্রি পাস কোর্সের অবস্থাও শোচনীয়। বরিশালের সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের এক শিক্ষার্থী জানান, তিনি ২০১০ সালে পাস কোর্সে ভর্তি হন। তিন বছর মেয়াদি এই কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষাই এখনও শুরু হয়নি। রাজধানীর কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, পরীক্ষার মতো ফল প্রকাশেও দেরি হয়। ফলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা পাস করে যখন বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তখন তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। 'কেন এই দুরবস্থা'- জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামান বলেন, এখানে ভর্তির সময়ই প্রায় এক বছর চলে যায়। অনেকে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেয় বলে একসঙ্গে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা নেওয়া যায় না। এ ছাড়া একই শিক্ষক বিভিন্ন বর্ষের খাতা দেখেন। তারাও মনোযোগী হতে পারেন না। প্রশ্নপত্র ছাপাতে দেরি হওয়া, কেন্দ্রের সমস্যাসহ বিভিন্ন কারণেও পরীক্ষা নিতে দেরি হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ভর্তিজট, সিলেবাস ও কারিকুলাম, পরীক্ষা, ফলাফল, পরিদর্শন, মামলা ইত্যাদি কারণে সেশনজট তৈরি হয়। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের চিত্র আরও ভয়াবহ। এর জন্য এককভাবে পরীক্ষা শাখা দায়ী নয়। কলেজ পরিদর্শন শাখা, তিনটি ডিন দফতর ও আইসিটি ইউনিটেরও এ দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন, এসব দফতরের সমন্বয়হীনতা, সিদ্ধান্তহীনতা, চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার অন্যতম কারণ। ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আলাদা কোনো পরীক্ষার হল নেই। শিক্ষার্থী এবং কোর্স অনুপাতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সারাদেশে দুই হাজার কলেজ রয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন যে কোনো কারণে দেশের যে কোনো একটি কলেজের পরীক্ষা স্থগিত হলে সারাদেশের কলেজে সেই পরীক্ষা একযোগে স্থগিত হয়ে যায়। পরে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সৃষ্টি হয় জটিলতা। এ ছাড়া শিক্ষকদের উত্তরপত্র সময়মতো মূল্যায়ন শেষ না করার মতো ঘটনাও রয়েছে বলে অভিযোগ করেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

অধিভুক্ত কলেজগুলোর চিত্র : 'ফাইনাল ইয়ার ক্লাস করার তিন মাস পর অনার্স তৃতীয় বর্ষের ফল পেলাম। শেষ বর্ষের পরীক্ষা ২০১১ সালে হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে ২০১৪ সালে। ৬০ দিনের মধ্যে ফল ঘোষণা করার নিয়ম থাকলেও ৯০ দিনেও ফল ঘোষণা হয়নি। চার বছরের অনার্স কোর্স ছয়-সাত বছরেও শেষ হচ্ছে না।' কথাগুলো বললেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফরহাদুজ্জামান ফারুখ। একই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী লুবনা আক্তার, বাংলা বিভাগের সুবর্ণা মোস্তফা ও ইতিহাস বিভাগের আনারকলি বলেন, সেশনজটের কারণে শিক্ষা খাতে আমাদের অর্থ ব্যয় অনেক বেড়ে যায়।

বরিশাল বিএম কলেজের ১০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীসহ বরিশাল নগরীর চারটি সরকারি কলেজে সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সেশনজটে ভুগছেন। বিএম কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ফরহাদ হোসেন ফুয়াদ সমকালকে বলেন, তিনি ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ২০১২ সালে তার সম্মান পাস করার কথা। সেশনজটের কারণে সম্মান পাসের সার্টিফিকেট হাতে পেতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার মতো সেশনজটে পড়া শিক্ষার্থীরা সম্মান শ্রেণী পাস করার পর সার্টিফিকেট বয়স ২৬ বছর অতিক্রম করে। ফলে চাকরির বয়স সীমা থেকে যায় মাত্র চার বছর। এ সময়ের মধ্যে সরকারি চাকরি পাওয়া নিয়ে তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। ময়মনসিংহের সরকারি আনন্দ মোহন কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের আবদুল খালেক ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন। চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স ২০১২ সালে পরীক্ষা শেষ হয়। আর সনদ পেয়েছেন ২০১৩ সালের ২৬ জুন। তিনি জানান, তার জীবন থেকে তিন বছর চলে যাওয়ায় তিনি হতাশায় ভুগছেন। একই কলেজের ইসরাত জাহান মিতা জানান, তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৮-০৯ সেশনে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। ২০১২ সালে অনার্স কোর্স শেষ হওয়ার কথা ছিল। এখনও কোর্স শেষ না হওয়ায় চাকরির সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

উপাচার্যের বক্তব্য : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদ সমকালকে বলেন, প্রকট সেশনজট সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ক্ষতির বিষয়টি তারা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে দেখেন। তবে গতানুগতিক পন্থায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট দূর করা একেবারেই অসম্ভব। সারাদেশের সবচেয়ে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এটি। একই সঙ্গে সবচেয়ে সমস্যাবহুলও বটে। সারাদেশের দুই হাজার কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠান, খাতা মূল্যায়ন, ফল প্রকাশ কোনো ছোট কাজ নয়। তিনি বলেন, সেশনজটের ভয়াবহতা কমাতে তারা আগের ম্যানুয়াল পদ্ধতি বাদ দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হচ্ছে। আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সেশনজট কমিয়ে দ্রুত পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশ করা যাবে।